advertisement

প্রাথমিকের ৬৫ ভাগ শিক্ষার্থীই বাংলা পড়তে পারে না

১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ০১:৪০
আপডেট: ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ০১:৪০

বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ৯৮ শতাংশ হলেও এই শিশুরা কতটা মানসম্মত শিক্ষা অর্জন করছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক জরিপ অনুযায়ী, বাংলাদেশের ৬৫ শতাংশ শিক্ষার্থীই বাংলা পড়তে পারে না। ইংরেজি ও গণিতে দুর্বলতা তার চেয়েও বেশি। গতকাল মঙ্গলবার সানজানা চৌধুরীর লেখায় বিবিসি এ বিষয়ে একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, সরকারি নিয়মানুসারে শিশুদের বয়স অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণিতে ভর্তি করতে হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় ওই শ্রেণিতে পড়ার দক্ষতা শিশুটির নেই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই অন্তঃসারশূন্য পাঠের কথা জানিয়েছেন মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার নতুন বসতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা আকলিমা সুলতানা। তিনি বলেন, আমরা হয়তো বয়স দেখে একটা বাচ্চাকে ক্লাস থ্রিতে ভর্তি করলাম, কিন্তু পরে দেখা যায় যে তারা বাংলা-ইংরেজি রিডিং পড়তে পারে না। কিছু বাচ্চা অক্ষরই চিনে না। এ জন্য আমরাও তাদের পড়াতে ও বোঝোতে পারি না। এটা তো আমাদের জন্যও দুর্ভোগ। এর কারণ হিসেবে তিনি জানান এই শিশুদের কখনই বাড়িতে আলাদাভাবে যতœ করা হয় না। এ ক্ষেত্রে একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে পরিমাণ শিক্ষার্থী

রয়েছে, তাদের সবার প্রতি আলাদা আলাদাভাবে নজর দেওয়া রীতিমতো অসম্ভব বলে তিনি উল্লেখ করেন।

আকলিমা সুলতানা বলেন, আমাদের একেকটা ক্লাসে ৫০-৬০ জন ছাত্রছাত্রী। এত শিক্ষার্থীকে ধরে ধরে বোঝানো সম্ভব নয়। একটি শিশুর

বাসাতেও কিছু প্র্যাকটিস করতে হয়, পড়তে হয় এবং হোমওয়ার্ক করতে হয়। সেই সাপোর্টটা তারা পায় না। কারণ অনেক বাচ্চার বাবা-মা পড়াশোনা জানেন না।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, দুর্বল শিক্ষার্থীদের কাছে পঠন প্রক্রিয়া সহজ করে তুলতে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের সরকারিভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কিন্তু বেশিরভাগ শিক্ষকের সেই প্রশিক্ষণ নিয়মিত হয় না। আকলিমা সুলতানারও সর্বশেষ প্রশিক্ষণ হয়েছিল ২০১৪ সালে। এর মধ্যে বিষয়ভিত্তিক তার আর কোনো প্রশিক্ষণ হয়নি। এই শিক্ষিকার মতো বাংলাদেশের ৫০ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষকের বছরের পর বছর কোনো ধরনের প্রশিক্ষণ হয় না। বাংলাদেশে প্রশিক্ষিত শিক্ষকের এই হার এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে কম। ইউনেস্কোর সাম্প্রতিক গবেষণায় এমন তথ্য জানা গেছে।

একে তো শিক্ষার্থীদের অনুপাতে প্রয়োজনীয় দক্ষ শিক্ষকের অভাব, তার মধ্যে যে কজন আছেন, তারাও তাদের পুরো সময় পাঠদান দিতে পারেন না। সব মিলিয়ে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা বেশ কঠিন চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়ন কমিটির সদস্য সচিব শেখ ইকরামুল কবির। তিনি বলেন, সরকারের এমন কোনো কাজ নেই, যেমনÑ ভোটার তালিকা প্রণয়ন, ভোটগ্রহণ, এমনকি গ্রামের পাকা পায়খানা বানানোর কাজটাও প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকরা করেন। এসব কাজ স্কুল খোলা থাকার সময় হয়। ফলে শিক্ষকদের যত ঘণ্টা পাঠদান করানোর কথা, ততক্ষণ তারা পাঠদান করাতে পারছেন না। এ ছাড়া শিক্ষকদের অল্প বেতন, সেই সঙ্গে মর্যাদাও কম হওয়ায় এই পেশার প্রতি অনাগ্রহ তৈরি হতে পারে বলে তিনি মনে করেন। এসব কারণে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়া একজন শিক্ষার্থীর যে পরিমাণ জ্ঞান থাকা দরকার তার অর্ধেকও তারা অর্জন করতে পারে না।

advertisement

এমন অবস্থায় শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রাথমিকের প্রতিটি দুর্বল শিক্ষার্থীর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার কথা জানিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। বিশ্বব্যাংক ও ইউনেস্কোর প্রতিবেদনগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে আগামী বছরের মধ্যে শিক্ষকদের দক্ষতা বাড়ানোর পাশাপাশি দুর্বল শিক্ষার্থীদের সবল করে তুলতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানান মন্ত্রণালয়ের সচিব আকরাম আল হোসেন। কিন্তু এত কম সময়ে এবং সীমাবদ্ধতার মধ্যে এই লক্ষ্যমাত্রা কীভাবে অর্জন করা যাবে, এমন প্রশ্নে সচিব বহুমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা হাতে নেওয়ার কথা জানান। তিনি বলেন, প্রথমত আমাদের স্কুলগুলোর শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তা, ইউএনও সবাইকে বলা হয়েছেÑ প্রাথমিক শিক্ষার মান তদারকি করতে। আমাদের লক্ষ্য দুর্বল স্কুল ও দুর্বল শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করা এবং বিশেষ মনোযোগের মাধ্যমে তাদের সবল করে তোলা। এ জন্য প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে কয়েক হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার পাশাপাশি শিক্ষকতার বাইরে তাদের যেন বাড়তি কাজ করতে না হয়, সেদিকটাও নজরদারি করা হবে বলে জানান তিনি।

সচিব আরও বলেন, প্রতিটি স্কুলে গণিত অলিম্পিয়াড চালুর ব্যাপারেও আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। এ ছাড়া শিশুদের পঠন ও লেখনের উন্নয়নে ‘ওয়ান ডে ওয়ান ওয়ার্ড’ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। যেখানে প্রতিটি শিশুকে একদিন একটা ইংরেজি শব্দ এবং একটি বাংলা শব্দ শেখানো হবে। সব মিলিয়ে ২০২০ সাল নাগাদ প্রাথমিক পর্যায়ের প্রতিটি শিশুকে দক্ষ করে গড়ে তোলা হবে বলে আশাবাদী আকরাম আল হোসেন।

বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় দুই কোটি ১৯ লাখের বেশি শিক্ষার্থী রয়েছে। এই বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীকে ২০২০ সালের মধ্যে মানসম্মত শিক্ষা দেওয়া রাতারাতি সম্ভব নয় বলে মনে করেন গণস্বাক্ষরতা অভিযানের পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী। কেননা প্রাথমিক শিক্ষার মান বৃদ্ধির লক্ষ্য জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রবর্তন করা হলেও এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি নেই। এ নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের সমন্বয়হীনতা, সেই সঙ্গে বিনিয়োগের অভাবকে প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, সরকার সবার জন্য শিক্ষা বিষয়টার দিকে লক্ষ্য রাখতে গিয়ে শুধু সংখ্যার দিকে মনোযোগ দিয়েছে। সংখ্যা কিন্তু আমরা অর্জন করতে পেরেছি।

এখন আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিতÑ প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুরা কতটা জ্ঞানার্জন করল, সেটার দিকে দৃষ্টি দেওয়া। এ জন্য শিক্ষার্থীদের বয়স উপযোগী পাঠ্যক্রম সাজানোর পাশাপাশি তাদের উপযোগী শিক্ষা উপকরণ প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে সরবরাহ করা জরুরি। যার জন্য মোটা অঙ্কের বিনিয়োগ প্রয়োজন। কিন্তু পুরো এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ জিডিপির হিসেবে শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে সবচেয়ে কম। এই খাতে বিনিয়োগ না করলে শিক্ষকদের সঠিকভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে না তুললে, সর্বোপরি প্রাথমিক শিক্ষার আধুনিকায়ন করা না হলেÑ মানোন্নয়ন সম্ভব হবে না।